দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সেপ. 08 2002

ক্যাডাররাই কি নির্ধারণ করবে ছাত্রদলের নতুন কমিটি

□ যেকোন সময় রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটার আশঙ্কা □ সন্ত্রাসীদের বরদাশত করা হবে না ঃ শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এখন অচল। ছাত্রদলের নতুন কমিটি গঠন না হওয়া পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় সচল হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। ছাত্রদলের কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া যখন শুরু হয়েছে তখন মধুর ক্যান্টিনে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলছে ছাত্রদলের বিভিন্ন গ্রুপের নেতা-কর্মী, সন্ত্রাসী ক্যাডার আর বহিরাগতদের জমজমাট আড্ডা। চলছে চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের আনাগোনা।

ছাত্রদলের ত্যাগী নেতাদের পাশাপাশি সন্ত্রাসী ও অস্ত্রধারীদের আশ্রয়-প্রশ্রয়দাতা অনেক নেতাই ভিড় জমাচ্ছে এখন মধুর ক্যান্টিনে। ডগ শিবিরের মতো অস্ত্রধারীরাও বসে নেই। তারাও নিয়মিত আসছে মধুর ক্যান্টিনে। এ পরিস্থিতিতে ছাত্রদলের ত্যাগী নেতারা বিব্রত, উদ্বিগ্ন। যেকোন মুহূর্তে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আশংকা রয়েছে। স্বয়ং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ছাত্রদলের সভাপতি মনির হোসেন উদ্বেগ প্রকাশ করলেন এনিয়ে। তিনি বলেন, আমরা বর্তমান পরিস্থিতিতে খুবই উদ্বিগ্ন। কখন কোন্ দুর্ঘটনা ঘটে বলতে পারি না। বহিরাগত ও সন্ত্রাসীরা প্রতিদিন ক্যাম্পাসে আসছে। এদের কোন দল নেই। এরা সন্ত্রাসী। একথা সত্যি যে, ছাত্রদলের বাতিল হওয়া কেন্দ্রীয় কমিটির কয়েকজন শীর্ষ নেতা বহিরাগত সন্ত্রাসীদের ক্যাম্পাসে নিয়ে আসছে। তারাই এ সন্ত্রাসীদের প্ররোচিত করছে। তারা যেকোন মূল্যে সম্ভাব্য নতুন কমিটিতে পদ লাভ করতে চাইছে। তিনি আরও বলেন, বিগত দিনে যাদের দেখাই যায়নি কোন কাজে আজ তারা অতিথি পাখির মতো উড়ে আসছে। এ পরিস্থিতিতে দলের ত্যাগী নেতাদের উদ্বিগ্ন না হওয়ার কোন কারণ নেই। এই বিষয়টি সরকারিমহলে গুরুত্বের সঙ্গে নিতে হবে বলে মনির হোসেন মন্তব্য করেন।

উল্লেখ্য, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজির কারণে এ বছরের গোড়ার দিকে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটি সরকার বাতিল করে দেয়। পরে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার কথাও বলেন জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে বিএনপির হাইকমান্ড। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শামসুন্নাহার হলের ঘটনা এবং পরবর্তীতে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সরকার ছাত্র রাজনীতি বন্ধের বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়া থেকে সরে আসে। ছাত্রদলের কমিটি থাকলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে সরকারকে এ বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়তে হতো না বলে বদ্ধমূল ধারণা সরকারের। এ পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিএনপির ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আমান উল্লাহ আমানকে ছাত্রদলকে ঢেলে সাজানোর নির্দেশ দেন। শুরু হয় কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া। তবে এ কমিটি কি আহ্বায়ক কমিটি হবে নাকি পূর্ণাঙ্গ কমিটি হবে তা এখনও নিশ্চিত নয়। এরই মধ্যে শুরু হয়েছে গ্রুপিং, লবিং আর মন্ত্রীদের [illegible] ধরনা দেয়া। প্রতিদিন পদ-লাভে আগ্রহী কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে হাজির হচ্ছে [illegible] ক্যান্টিনে। অনেকে আবার বহিরাগত কলেজ পড়ুয়া ছাত্রদের নিয়ে এসে নিজের গ্রুপকে বড় দেখানোর চেষ্টা করছে। ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক শাহাবুদ্দিন লাল্টু, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক এ বি এম

কমিটি ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৫

কমিটি ঃ ছাত্রদল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মোশাররফ হোসেনসহ অনেক নেতাকেই এখন দেখা যাচ্ছে, যাদের রয়েছে পৃথক পৃথক গ্রুপ। এসব নিয়ে অধিকাংশ ত্যাগী নেতাই আজ উদ্বিগ্ন। কারণ ২০০০ সালে ছাত্রদলের কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে অভ্যন্তরীণ কোন্দলে দু'জন নিহত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তির আশংকা রয়েছে এবারও। তবে কোন কোন নেতার আবার এ নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই। নাম প্রকাশ না করার শর্তে ছাত্রদলের এক শীর্ষ নেতা বলেন, কমিটি হবে। অভ্যন্তরীণ কোন্দল আছে, থাকবে। মারামারি হবে, লাশ পড়বে। এ ট্রাডিশন অনেক আগ থেকেই চলে আসছে। এসব নিয়ে চিন্তা করে তেমন কোন লাভ নেই।

এ বিষয়ে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহসানুল হক মিলনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, কোন বহিরাগত, অস্ত্রধারী বা চিহ্নিত সন্ত্রাসী, কাউকেই বরদাশ্ত করা হবে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি কোন সন্ত্রাসী বা বহিরাগত ঢোকে তবে তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা নেয়া হবে। যেহেতু বিষয়টি আমান উল্লাহ আমানের দায়িত্বে দেয়া হয়েছে তাই আমি তার সঙ্গে এ বিষয় নিয়ে কথা বলব। তিনি অবশ্যই কার্যকর ব্যবস্থা নেবেন।